নবম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন

এই অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় ঋষির পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রদত্ত প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে বর চাইতে বললেন এবং তখন ঋষিবর ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করতে চাইলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির সম্মুখে নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়ে উত্তর দিলেন—"তবে তাই হোক," এবং তারপর তাঁরা বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে বিদায় নিলেন। একদিন শ্রীমার্কণ্ডেয় যখন তাঁর সান্ধ্য বন্দনা নিবেদন করছিলেন, তখন অকস্মাৎ প্রলয় বারিতে ত্রিভুবন প্লাবিত হয়ে গেল। প্রচণ্ড কষ্টে মার্কণ্ডেয় একাকী সেই জলে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করতে লাগলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি এক বট বৃক্ষের সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। সেই বৃক্ষের একটি পাতায় মনোরম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটি নবীন শিশু শায়িত ছিলেন। মার্কণ্ডেয় যখন সেই পাতার দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন তিনি ঠিক একটি মশকের মতো সেই শিশুর প্রশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

সেই শিশুর দেহের ভেতরে মার্কণ্ডেয় দেখে অবাক হলেন যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমনটি ছিল, তা সেখানে ঠিক সেইভাবেই রয়ে গেছে। এক মুহূর্ত পরে সেই শিশুর নিঃশ্বাসের ধাক্কায় মার্কণ্ডেয় ঋষি বহির্গত হলেন এবং পুনরায় সেই প্রলয় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেন। তারপর পাতায় শায়িত শিশুটিকে বস্তুত পক্ষে তাঁর স্বীয় অন্তরে অবস্থিত দিব্য ভগবান শ্রীহরিরূপে দর্শন করে, মার্কণ্ডেয় তাঁকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে যোগেশ্বর শ্রীহরি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে প্রলয়বারিও অদৃশ্য হয়ে গেল এবং শ্রীমার্কণ্ডেয় দেখতে পেলেন যে তিনি পূর্বের মতোই তাঁর আশ্রমেই আছেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

সংস্তুতো ভগবানিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।
নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভৃগূদ্বহম্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সংস্তুতঃ**—সম্যকরূপে স্তুত হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইত্থম্**—এইভাবে; **মার্কণ্ডেয়েন**—মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা; **ধী-মতা**—বুদ্ধিমান ঋষি; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **নর-সখঃ**—নরের সখা; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **আহ**—বলেছিলেন; **ভৃগু-উদ্বহম্**—শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—নর সখা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ মহামতি ঋষি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রদত্ত সংস্তুতিতে প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইরূপে ভগবান শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্যোঽসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা ।
ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্যা তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ভোঃ ভোঃ**—হে প্রিয় ঋষি; **ব্রহ্ম-ঋষি**—ব্রহ্মর্ষি; **বর্যঃ**—শ্রেষ্ঠতম; **অসি**—হও; **সিদ্ধঃ**—পূর্ণ; **আত্ম-সমাধিনা**—আত্মসমাধির দ্বারা; **ময়ি**—আমার প্রতি নির্দেশিত; **ভক্ত্যা**—ভক্তিমূলক সেবার দ্বারা; **অনপায়িন্যা**—অবিচ্যুত; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়ন; **সংযমৈঃ**—এবং সংযম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় মার্কণ্ডেয়, তুমি বাস্তবিকপক্ষেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। পরমাত্মার ধ্যানে সমাধি অভ্যাসের দ্বারা এবং আমার প্রতি তোমার অবিচলিত ভক্তিসেবা, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযমের দ্বারা তুমি তোমার জীবনকে সফল করেছ।

শ্লোক ৩

বয়ং তে পরিতুষ্টাঃ স্ম ত্বদ্‌বৃহদ্‌ব্রতচর্যয়া ।
বরং প্রতীচ্ছ ভদ্রং তে বরদোঽস্মি ত্বদীপ্সিতম্ ॥ ৩ ॥

বয়ম্—আমরা; **তে**—তোমার প্রতি; **পরিতুষ্টাঃ**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **স্ম**—হয়েছি; **ত্বৎ**—তোমার; **বৃহৎ-ব্রত**—আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত; **চর্যয়া**—অনুষ্ঠানের দ্বারা; **বরম্**—বর; **প্রতীচ্ছ**—ইচ্ছা কর; **ভদ্রম্**—সমস্ত শুভ; **তে**—তোমার প্রতি; **বরদঃ**—বরদানকারী; **অস্মি**—আমি; **ত্বৎ-ঈপ্সিতম্**—তোমার ঈপ্সিত।

অনুবাদ

তোমার আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত অভ্যাসের প্রতি আমরা পূর্ণরূপে প্রসন্ন। তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। কেননা আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম। তুমি সমস্ত সৌভাগ্য উপভোগ কর।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকের শুরুতে ভগবান বহুবচন ব্যবহার করে বলেছেন যে 'আমরা প্রসন্ন' কেননা তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে শিব এবং উমাকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে মার্কণ্ডেয় ঋষি যাদের মহিমা কীর্তন করবেন। তারপর ভগবান একবচন ব্যবহার করলেন—আমিই বর প্রদানকারী—কেননা চরমে শুধু ভগবান নারায়ণই (শ্রীকৃষ্ণ) জীবনের পূর্ণতম সিদ্ধি তথা নিত্য কৃষ্ণভাবনামৃত দান করতে সক্ষম।

শ্লোক ৪

শ্রীঋষিরুবাচ

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাচ্যুত ।
বরেণৈতাবতালং নো যদ্ভবান্ সমদৃশ্যত ॥ ৪ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন; **জিতম্**—বিজিত; **তে**—আপনাকে; **দেব-দেব-ঈশ**—হে দেব-দেবেশ; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **আর্তিহর**—হে সর্ব আর্তি হরণকারী; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **বরেণ**—বরের দ্বারা; **এতাবতা**—এ পর্যন্ত; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **ভবান্**—আপনি; **সমদৃশ্যত**—দৃশ্য হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—হে দেব-দেবেশ, আপনার জয় হোক! হে ভগবান অচ্যুত, আপনি আপনার শরণাগত ভক্তদের সমস্ত আর্তি হরণ করেন। আপনি যে আমাকে আপনার দর্শন লাভের অধিকার দান করেছেন, এটিই হচ্ছে আমার ঈপ্সিত সমস্ত বর।

শ্লোক ৫

গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনম্ ।
মনসা যোগপক্বেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ ॥ ৫ ॥

গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; **অজ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **যস্য**—যার; **শ্রীমৎ**—সর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত; **পাদ-অব্জ**—চরণকমলের; **দর্শনম্**—দর্শন; **মনসা**—মনের দ্বারা; **যোগ-**

পক্কেন—যোগাভ্যাসে পরিপক্ক; **সঃ**—তিনি; **ভবান্**—আপনি; **মে**—আমার; **অক্ষি**—চোখে; **গোচরঃ**—গোচর।

অনুবাদ

ব্রহ্মার মতো দেবতাগণ তাঁদের মন যোগাভ্যাসে পরিপক্কতা লাভ করার পর শুধু আপনার সুন্দর চরণকমল দর্শন করার মাধ্যমে তাঁদের মহিমান্বিত পদ লাভ করেছিলেন। আর এখন, হে প্রভু, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় ঋষি নির্দেশ করেন যে ব্রহ্মার মতো মহিমান্বিত দেবতাগণ শুধুমাত্র ভগবানের চরণ কমলের ক্ষণিক দর্শন লাভ করে তাঁদের পদ লাভ করেছিলেন এবং এখন মার্কণ্ডেয় ঋষি এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বিগ্রহ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। এইভাবে তাঁর সৌভাগ্যের পরিসীমা কল্পনা করতেও তিনি অক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

অথাপ্যম্বুজপত্রাক্ষ পুণ্যশ্লোকশিখামণে ।
দ্রক্ষ্যে মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেদ সদ্ভিদাম্ ॥ ৬ ॥

অথ অপি—তা সত্ত্বেও; **অম্বুজ-পত্র**—পদ্মের পাপড়ির মতো; **অক্ষ**—নয়ন; **পুণ্য-শ্লোক**—বিখ্যাত ব্যক্তিদের; **শিখামণে**—শিরোমণি; **দ্রক্ষ্যে**—আমি দেখার বাসনা করি; **মায়াম্**—মায়া; **যয়া**—যার দ্বারা; **লোকঃ**—সমগ্র জগৎ; **স-পালঃ**—পালনকারী দেবতাগণ সহ; **বেদ**—বিবেচনা করে; **সদ্**—পরম সত্যের; **ভিদাম্**—জড় ভেদ।

অনুবাদ

হে কমললোচন, হে যশস্বী ব্যক্তিদের শিরোমণি, যদিও আমি শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই পরিতৃপ্ত, তা সত্ত্বেও আমি আপনার মায়াশক্তিকে দর্শন করার বাসনা করি, যার প্রভাবে পালনকারী দেবতাবৃন্দ সহ সমগ্র জগৎ সত্যকে জড় বৈচিত্রে পরিপূর্ণ বলে মনে করে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব জড় জগৎকে স্বতন্ত্র স্বনির্ভর সত্তায় সংগঠিত বলেই মনে করে। বস্তুতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি হওয়ার ফলে সবকিছুই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ভগবানের মোহময়ী শক্তি মায়া ঠিক কিভাবে জীবকে মোহগ্রস্ত করে, তার সঠিক পন্থাটি সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি কৌতূহল বোধ করছেন।

শ্লোক ৭

সূত উবাচ

ইতীড়িতোঽর্চিতঃ কামমৃষিণা ভগবান্ মুনে ।
তথেতি স স্ময়ন্ প্রাগাদ্ বদর্যাশ্রমমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এই সকল কথায়; **ঈড়িতঃ**—কীর্তিত; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **কামম্**—সন্তোষজনকভাবে; **ঋষিণা**—মার্কণ্ডেয় ঋষির দ্বারা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মুনে**—হে বিজ্ঞ শৌনক; **তথা ইতি**—"তবে তাই হোক"; **সঃ**—তিনি; **স্ময়ন্**—মৃদু হেসে; **প্রাগাৎ**—বিদায় নিয়েছিলেন; **বদরী-আশ্রমম্**—বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে শৌনক মুনি, এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা এবং পূজায় প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "তবে তাই হোক্" এবং তারপর তিনি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান এবং ঈশ্বর শব্দে নর এবং নারায়ণরূপে অবতীর্ণ ভগবানের অবতার ঋষিদ্বয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান দুঃখপূর্ণভাবে হেসেছেন কেননা তিনি চান যে তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা তাঁর মায়াশক্তি থেকে দূরে থাকুক। ভগবানের মায়াশক্তিকে দর্শন করার কৌতূহল অনেক সময় জড় পাপ বাসনায় বিকশিত হয়। তা সত্ত্বেও, তাঁর ভক্ত মার্কণ্ডেয়কে খুশী করবার জন্য ভগবান তাঁর অনুরোধ অনুমোদন করলেন, ঠিক যেমন একজন পিতা, যিনি তাঁর পুত্রকে কোনও বিপজ্জনক বাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে কিছু দুঃখজনক প্রতিফল অনুভব করার সুযোগ দেয়, যাতে পরবর্তী কালে সে স্বেচ্ছায় তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারে। এইভাবে, খুব শীঘ্রই মার্কণ্ডেয় ঋষির কী হবে, তা বুঝতে পেরে, তাঁকে মায়াশক্তির প্রদর্শন করতে প্রস্তুত হয়ে ভগবান স্মিতহাস্য করেছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

তমেব চিন্তয়ন্নর্থমৃষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ ।
বসন্নগ্ন্যর্কসোমাম্বুভূবায়ুবিয়দাত্মসু ॥ ৮ ॥

ধ্যায়ন্ সর্বত্র চ হরিং ভাবদ্রব্যৈরপূজয়ৎ ।
ক্বচিৎ পূজাং বিসস্মার প্রেমপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৯ ॥

তম্—সেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **অর্থম্**—লক্ষ্য; **ঋষিঃ**—মার্কণ্ডের ঋষি; **স্ব-আশ্রমে**—তাঁর স্বীয় আশ্রমে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—তিনি; **বসন্**—বাস করে; **অগ্নি**—অগ্নিতে; **অর্ক**—সূর্য; **সোম**—চন্দ্র; **অম্বু**—জল; **ভূ**—পৃথিবী; **বায়ু**—বায়ু; **বিয়ৎ**—তড়িৎ; **আত্মসু**—তাঁর স্বীয় হৃদয়ে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **সর্বত্র**—সর্ব অবস্থায়; **চ**—এবং; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **ভাব-দ্রব্যৈঃ**—মনে ভাবিত দ্রব্যাদির দ্বারা; **অপূজয়ৎ**—পূজা করেছিলেন; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **পূজাম্**—পূজা; **বিসস্মার**—ভুলে গিয়েছিলেন; **প্রেম**—শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের; **প্রসর**—প্লাবনে; **সংপ্লুতঃ**—প্লাবিত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়াশক্তিকে দর্শন করবার বাসনার কথা সর্বদা চিন্তা করে, অবিরাম অগ্নিতে, সূর্যে, চন্দ্রে, জলে, স্থলে, বায়ুতে, তড়িৎ প্রবাহে এবং তাঁর স্বীয় হৃদয়ে ভগবানকে ধ্যান করে এবং ভাব দ্রব্য সম্ভারে তাঁর আরাধনা করে ঋষিবর তাঁর আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো ভগবৎ-প্রেমের তরঙ্গে প্লাবিত হয়ে, মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর নিত্য পূজা অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হয়ে যেতেন।

তাৎপর্য

এই সকল শ্লোক থেকে একথা সুস্পষ্ট যে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক মহান ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি যে ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর কোনও জড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য নয়, কিন্তু কিভাবে ভগবানের শক্তি কার্য করে, তা শেখার জন্যই তিনি সেরকম বাসনা করেছিলেন।

শ্লোক ১০

তস্যৈকদা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পুষ্পভদ্রাতটে মুনেঃ ।
উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মন্ বায়ুরভূন্মহান্ ॥ ১০ ॥

তস্য—যখন তিনি; **একদা**—একদিন; **ভৃগু-শ্রেষ্ঠ**—হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ; **পুষ্পভদ্রা-তটে**—পুষ্পভদ্রা নদীর কিনারে; **মুনেঃ**—মুনি; **উপাসীনস্য**—উপাসনা করছিলেন; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যা সময়ে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **অভূৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **মহান্**—মহান।

অনুবাদ

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শৌনক, একদিন মার্কণ্ডেয় যখন পুষ্পভদ্রা নদীর কিনারে তাঁর সান্ধ্য পূজার অনুষ্ঠান করছিলেন, এমন সময় এক ভীষণ বায়ু অকস্মাৎ উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ১১

তং চণ্ডশব্দং সমুদীরয়ন্তং
বলাহকা অন্বভবন্ করালাঃ ।
অক্ষস্থবিষ্ঠা মুমুচুস্তড়িদ্ভিঃ
স্বনন্ত উচ্চৈরভি বর্ষধারাঃ ॥ ১১ ॥

তম্—সেই বায়ু; **চণ্ড-শব্দম্**—প্রচণ্ড শব্দ; **সমুদীরয়ন্তম্**—যা সৃষ্টি করছিল; **বলাহকাঃ**—মেঘ; **অনু**—অনুসরণ করে; **অভবন্**—আবির্ভূত হয়েছিল; **করালাঃ**—ভয়ঙ্কর; **অক্ষ**—মালগাড়ির চাকার মতো; **স্থবিষ্ঠাঃ**—কঠিন; **মুমুচুঃ**—মুক্ত করেছিল; **তড়িদ্ভিঃ**—তড়িৎ সহ; **স্বনন্তঃ**—গর্জন করে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **অভি**—সব দিকে; **বর্ষ**—বৃষ্টির; **ধারাঃ**—ধারা।

অনুবাদ

সেই বায়ু প্রবাহ প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করেছিল। এর অব্যবহিত পরেই তড়িৎ এবং বজ্রপাতের গর্জন সমন্বিত ভয়ঙ্কর মেঘ আনয়ন করেছিল এবং সেই মেঘপুঞ্জ সমস্ত দিকে মালগাড়ির চাকার মতো মুশল ধারে বারি বর্ষণ করেছিল।

শ্লোক ১২

ততো ব্যদৃশ্যন্ত চতুঃ সমুদ্রাঃ
সমন্ততঃ ক্ষ্মাতলমাগ্রসন্তঃ ।
সমীরবেগোর্মিভিরুগ্রনক্র-
মহাভয়াবর্তগভীরঘোষাঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **ব্যদৃশ্যন্ত**—আবির্ভূত হয়েছিল; **চতুঃ সমুদ্রাঃ**—চারটি সমুদ্র; **সমন্ততঃ**—সর্বদিকে; **ক্ষ্মা-তলম্**—পৃথিবী পৃষ্ঠ; **আগ্রসন্তঃ**—গ্রাস করে; **সমীর**—বায়ু প্রবাহের; **বেগ**—বেগে তাড়িত হয়ে; **ঊর্মিভিঃ**—তাদের তরঙ্গে; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **নক্র**—সামুদ্রিক দৈত্যে; **মহা-ভয়**—প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর; **আবর্ত**—আবর্তে; **গভীর**—গম্ভীর; **ঘোষাঃ**—শব্দে।

অনুবাদ

তারপর সর্ব দিক থেকে চারিটি মহান সমুদ্র তাদের বায়ু তাড়িত তরঙ্গের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ গ্রাস করতে করতে আবির্ভূত হল। এই সকল সমুদ্রে উগ্র সামুদ্রিক দৈত্যরা ছিল, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি আর অশুভ গর্জনের নির্ঘোষ শুনা গিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

অন্তর্বহিশ্চাদ্ভিরতিদ্যুভিঃ খরৈঃ
শতহ্রদাভিরুপতাপিতং জগৎ ।
চতুর্বিধং বীক্ষ্য সহাত্মনা মুনি-
র্জলাপ্লুতাং ক্ষ্মাং বিমনাঃ সমত্রসৎ ॥ ১৩ ॥

অন্তঃ—অন্তর্নিহিতভাবে; **বহিঃ**—বাহ্যত; **চ**—এবং; **অদ্ভিঃ**—জলের দ্বারা; **অতি-দ্যুভিঃ**—আকাশকেও অতিক্রম করে; **খরৈঃ**—খরতর; **শত-হ্রদাভিঃ**—তড়িৎপূর্ণ বজ্রের দ্বারা; **উপতাপিতম্**—ভীষণভাবে দুঃখিত; **জগৎ**—সমগ্র জগৎবাসী; **চতুঃ-বিধম্**—চার প্রকার (ভ্রূণজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং বীজ থেকে উদ্ভূত); **বীক্ষ্য**—দেখে; **সহ**—সহ; **আত্মনা**—স্বয়ং; **মুনিঃ**—মুনি; **জল**—জলের দ্বারা; **আপ্লুতাম্**—আপ্লুত; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **বিমনাঃ**—বিভ্রান্ত; **সমত্রসৎ**—সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি দেখলেন যে তাঁর সঙ্গে সমগ্র জগৎবাসী তীব্র বায়ু প্রবাহ, তড়িৎপূর্ণ বজ্রপাত এবং আকাশকেও অতিক্রম করে যে মহাতরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, তাদের দ্বারা অন্তরে বাহিরে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছিলেন। যখন সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হল, তিনি তখন বিমূঢ় এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

এখানে চতুর্বিধ শব্দে দেহবদ্ধ জীবাত্মার জন্মের চারিটি উৎস সম্পর্কে বলা হল। সেগুলি হচ্ছে—ভ্রূণ, ডিম, বীজ এবং স্বেদ।

শ্লোক ১৪

তস্যৈবমুদ্বীক্ষত ঊর্মিভীষণঃ
প্রভঞ্জনাঘূর্ণিতবার্মহার্ণবঃ ।
আপূর্যমাণো বরষদ্ভিরম্বুদৈঃ
ক্ষ্মামপ্যধাদ্ দ্বীপবর্ষাদ্রিভিঃ সমম্ ॥ ১৪ ॥

তস্য—যখন তিনি; এবম্—এইরূপে; উদ্বীক্ষতঃ—বীক্ষণ করছিলেন; ঊর্মি—তরঙ্গ সংযুত; ভীষণম্—ভীষণ; প্রভঞ্জন—তীব্র ঝটিকা; আঘূর্ণিত—চারিদিকে ঘূর্ণিত; বাঃ—এর জল; মহা-অর্ণবঃ—মহাসমুদ্র; আপূর্যমানঃ—পরিপূর্ণ হয়ে; বরষদ্ভিঃ—বর্ষণের দ্বারা; অম্বুদৈঃ—মেঘের দ্বারা; ক্ষ্মাম্—পৃথিবী; অপ্যধাৎ—আচ্ছাদিত হয়েছিল; দ্বীপ—দ্বীপপুঞ্জসহ; বর্ষ—মহাদেশ সমূহ; অদ্রিভিঃ—পর্বত সমূহ; সমম্—একত্রে।

অনুবাদ

এমন কি মার্কণ্ডেয় যখন এইসব দর্শন করছিলেন, সেই সময় মেঘের বর্ষণ সেই মহাসমুদ্রকে অধিক থেকে অধিকতর পূর্ণ করেছিল, এর জল ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা ভয়ঙ্কর তরঙ্গে তীব্র কশাঘাত করছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ, পর্বত এবং মহাদেশ সমূহকে আচ্ছাদিত করেছিল।

শ্লোক ১৫

সক্ষ্মান্তরিক্ষং সদিবং সভাগণং
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সহ দিগ্‌ভিরাপ্লুতম্ ।
স এক এবোর্বরিতো মহামুনি-
র্বভ্রাম বিক্ষিপ্য জটা জড়ান্ধবৎ ॥ ১৫ ॥

স—সঙ্গে; ক্ষ্মা—পৃথিবী; অন্তরিক্ষম্—আকাশ; স-দিবম্—স্বর্গীয় গ্রহপুঞ্জ সহ; স-ভা-গণম্—সমস্ত স্বর্গীয় জীবগণ; ত্রৈলোক্যম্—ত্রিলোক; আসীৎ—হয়েছিলেন; সহ—সঙ্গে; দিগ্‌ভিঃ—সর্বদিকে; আপ্লুতম্—প্লাবিত; সঃ—তিনি; একঃ—একাকী; এব—বস্তুতপক্ষে; উর্বরিতঃ—অবশিষ্ট; মহা-মুনিঃ—মহামুনি; বভ্রাম—ভ্রমণ করেছিলেন; বিক্ষিপ্য—বিক্ষিপ্ত হয়ে; জটাঃ—তাঁর জটা; জড়—বোবা ব্যক্তি; অন্ধ—অন্ধ; বৎ—মতো।

অনুবাদ

এই জল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং উর্ধ্বলোককে পরিপ্লাবিত করেছিল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্বদিক থেকে প্লাবিত হয়েছিল এবং সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিই অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁর জটাজুট বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এবং সেই মহামুনি সেই জলের মধ্যে জড় এবং অন্ধবৎ একাকী পরিভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ক্ষুত্তৃট্‌পরীতো মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈ-
রুপদ্রুতো বীচিনভস্বতাহতঃ ।
তমস্যপারে পতিতো ভ্রমন্ দিশো
ন বেদ খং গাং চ পরিশ্রমেষিতঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধার দ্বারা; **তৃট্**—এবং তৃষ্ণা; **পরীতঃ**—আচ্ছাদিত; **মকরৈঃ**—মকরের দ্বারা; **তিমিঙ্গিলৈঃ**—তিমি মাছ ভক্ষণকারী সুবৃহৎ মৎস বিশেষ; **উপদ্রুতঃ**—উপদ্রুত; **বীচি**—তরঙ্গের দ্বারা; **নভস্বতা**—বায়ুপ্রবাহ; **আহতঃ**—পীড়িত; **তমসি**—অন্ধকারে; **অপারে**—অপার; **পতিতঃ**—পতিত; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **ন বেদ**—সনাক্ত করতে পারেন নি; **খম্**—আকাশ; **গাম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **পরিশ্রম-ইষিতঃ**—পরিশ্রমে নিঃশেষিত।

অনুবাদ

ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে, কদাকার মকর এবং তিমিঙ্গিল মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং তরঙ্গ ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হয়ে অসীম অন্ধকারে পতিত সেই ঋষি লক্ষ্যহীনভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন। যতই তিনি পরিশ্রমে নিঃশেষিত হচ্ছিলেন, ততই তিনি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং পৃথিবী থেকে আকাশকে পৃথক করতে পারছিলেন না।

শ্লোক ১৭-১৮

ক্বচিন্মগ্নো মহাবর্তে তরলৈস্তাড়িতঃ ক্বচিৎ ।
যাদোভির্ভক্ষ্যতে ক্বাপি স্বয়মন্যোন্যঘাতিভিঃ ॥ ১৭ ॥
ক্বচিচ্ছোকং ক্বচিন্মোহং ক্বচিদ্দুঃখং সুখং ভয়ম্ ।
ক্বচিন্মৃত্যুমবাপ্নোতি ব্যাধ্যাদিভিরুতার্দিতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনো কখনো; **মগ্নঃ**—নিমগ্ন; **মহা-আবর্তে**—মহা-আবর্তে; **তরলৈঃ**—তরঙ্গের দ্বারা; **তাড়িতঃ**—তাড়িত; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **যাদোভিঃ**—কদাকার জলজ প্রাণীর দ্বারা; **ভক্ষ্যতে**—ভক্ষিত হওয়ার ভয় পেয়েছিলেন; **ক্ব অপি**—কখনো কখনো; **স্বয়ম্**—নিজে; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **ঘাতিভিঃ**—আক্রমণ করে; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **শোকম্**—শোক; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **মোহম্**—মোহ; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সুখম্**—সুখ; **ভয়ম্**—ভয়; **ক্বচিৎ**—কখনো কখনো; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অবাপ্নোতি**—অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন; **ব্যাধি**—রোগের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য ব্যথায়; **উত**—ও; **অর্দিতঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

কখনো কখনো তিনি প্রচণ্ড ঘূর্ণির কবলীভূত হয়েছিলেন, কখনো বা শক্তিশালী তরঙ্গে আহত হয়েছিলেন, আবার কখনো কদাকার জলজ প্রাণীরা পরস্পরকে আক্রমণ করার সময় তাঁকে ভক্ষণ করবার ভয় দেখিয়েছিল। কখনো কখনো তিনি অনুতাপ, বিভ্রম, দুঃখ, সুখ বা ভয় অনুভব করেছিলেন। আবার কখনো বা এমন ভয়ঙ্কর ব্যাধিযন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি মৃত্যুবরণ করছেন।

শ্লোক ১৯

অযুতাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ ।
ব্যতীয়ুর্ভ্রমতস্তস্মিন্ বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অযুত—দশসহস্র; **অযুত**—দশ সহস্রের দ্বারা; **বর্ষাণাম্**—বৎসরের; **সহস্রাণি**—সহস্র; **শতানি**—শত শত; **চ**—এবং; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিক্রম করেছিলেন; **ভ্রমতঃ**—তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন; **তস্মিন্**—তাতে; **বিষ্ণু-মায়া**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা; **আবৃত**—আচ্ছন্ন; **আত্মনঃ**—তার মন।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি যখন সেই জল প্লাবনে ভ্রমণ করছিলেন, তখন অযুত অযুত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ২০

স কদাচিদ্ ভ্রমংস্তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি দ্বিজঃ ।
ন্যাগ্রোধপোতং দদৃশে ফলপল্লবশোভিতম্ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি; **কদাচিৎ**—একবার; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করার সময়; **পৃথিব্যাঃ**—পৃথিবীর; **ককুদী**—এক উন্নত স্থানে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **ন্যাগ্রোধ-পোতম্**—এক নবীন বটবৃক্ষ; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **ফল**—ফল সহ; **পল্লব**—এবং পল্লব; **শোভিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

একবার, সেই জলে ভ্রমণ করার সময় ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডেয় একটি দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন যার উপর ফল পল্লব সমন্বিত এক নবীন বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল।

শ্লোক ২১

প্রাগুত্তরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম্ ।
শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়া তমঃ ॥ ২১ ॥

প্রাক্-উত্তরস্যাম্—উত্তরপূর্ব দিকে; **শাখায়াম্**—একটি শাখার উপর; **তস্য**—সেই বৃক্ষের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **শিশুম্**—একটি শিশু; **শয়ানম্**—শায়িত; **পর্ণ-পুটকে**—পাতার অভ্যন্তরে; **গ্রসন্তম্**—গ্রাস করে; **প্রভয়া**—তাঁর প্রভায়; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

সেই বৃক্ষের উত্তরপূর্বাংশের একটি শাখায় তিনি একটি শিশুকে পাতার অভ্যন্তরে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। সেই শিশুর অঙ্গজ্যোতি অন্ধকারকে গ্রাস করেছিল।

শ্লোক ২২-২৫

মহামরকতশ্যামং শ্রীমদ্বদনপঙ্কজম্ ।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং সুনাসং সুন্দরভ্রুবম্ ॥ ২২ ॥
শ্বাসৈজদলকাভাতং কম্বুশ্রীকর্ণদাড়িমম্ ।
বিদ্রুমাধরভাসেষচ্ছোণায়িতসুধাস্মিতম্ ॥ ২৩ ॥
পদ্মগর্ভারুণাপাঙ্গং হৃদ্যহাসাবলোকনম্ ।
শ্বাসৈজদ্বলিসংবিগ্ননিম্ননাভিদলোদরম্ ॥ ২৪ ॥
চার্বঙ্গুলিভ্যাং পাণিভ্যামুন্নীয় চরণাম্বুজম্ ।
মুখে নিধায় বিপ্রেন্দ্রো ধয়ন্তং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

মহা-মরকত—মহামরকত মণির মতো; **শ্যামম্**—শ্যাম; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **বদন-পঙ্কজম্**—যার মুখপদ্ম; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **গ্রীবম্**—যাঁর গ্রীবা; **মহা**—বিস্তৃত; **উরস্কম্**—যার বক্ষ; **সু-নাসম্**—সুন্দর নাসিকাযুক্ত; **সুন্দর-ভ্রুবম্**—সুন্দর ভ্রু সংযুক্ত; **শ্বাস**—তাঁর শ্বাসের দ্বারা; **এজৎ**—কম্পমান; **অলক**—চুলের সাথে; **আভাতম্**—দীপ্তিমান; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **শ্রী**—সুন্দর; **কর্ণ**—তাঁর কর্ণ; **দাড়িমম্**—ডালিমের ফুলের মতো; **বিদ্রুম**—প্রবালের মতো; **অধর**—তাঁর ঠোঁটের; **ভাসা**—জ্যোতির দ্বারা; **ঈষৎ**—ঈষৎরূপে; **শোণায়িত**—রক্তিম; **সুধা**—অমৃতময়; **স্মিতম্**—তাঁর স্মিত হাসি; **পদ্ম-গর্ভ**—পদ্মফুলের আবর্ত; **অরুণ**—রক্তিম; **অপাঙ্গম্**—চোখের প্রান্তভাগ; **হৃদ্য**—মনোরম; **হাস**—স্মিতহাস্যে; **অবলোকনম্**—তাঁর দৃষ্টি; **শ্বাস**—তাঁর শ্বাস; **এজৎ**—চালিত করা হয়েছিল; **বলি**—বলিরেখার দ্বারা; **সংবিগ্ন**—মোচড়ানো; **নিম্ন**—গভীর;

নাভি—তাঁর নাভি সহ; **দল**—পাতার মতো; **উদরম্**—যার উদর; **চারু**—আকর্ষণীয়; **অঙ্গুলিভ্যাম্**—অঙ্গুলি সংযুক্ত; **পাণিভ্যাম্**—তাঁর দুই হাতের দ্বারা; **উন্নীয়**—তুলে; **চরণ-অম্বুজম্**—তাঁর চরণপদ্ম; **মুখে**—মুখে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **বিপ্র-ইন্দ্রঃ**—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মার্কণ্ডেয়; **ধয়ন্তম্**—পান করে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেই শিশুর ঘনশ্যাম বর্ণটি ছিল এক নিখাঁদ মরকত মণির মতো। তাঁর মুখপদ্ম সৌন্দর্য সম্পদে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠে ছিল শঙ্খরেখার মতো বলিরেখা। তাঁর বক্ষ ছিল বিস্তৃত, নাসিকা সুনির্মিত, ভ্রূযুগল সুন্দর। তাঁর মনোরম কর্ণযুগল দাড়িম্ব ফলসদৃশ, যার অভ্যন্তরে ছিল শঙ্খিল রেখা। তাঁর আঁখির প্রান্তভাগ পদ্ম গর্ভের মতো রক্তিম, তাঁর প্রবাল সদৃশ অধরোষ্ঠের দ্যুতি তাঁর শ্রীমুখের মনোরম অমৃতময় স্মিত হাস্যকে ঈষৎ রক্তিমাভ করে তুলেছিল। শ্বাস গ্রহণ করার সময় তাঁর উজ্জ্বল কেশরাশি কম্পিত হয়েছিল এবং তাঁর কদলীপত্র সদৃশ উদরে ত্বকের চঞ্চল ভাঁজসমূহ তাঁর গভীর নাভিদেশকে সংবিগ্ন করেছিল। সেই শিশু যখন তাঁর কমনীয় অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা তাঁর একটি চরণকমল ধারণ করে, সেই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাঁর মুখের অভ্যন্তরে স্থাপন করে চুষতে আরম্ভ করেছিল, সেই মহান ব্রাহ্মণ তখন বিস্মিত চক্ষে সেই দৃশ্য দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সেই নবীন শিশুটি ছিল পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন—"কত ভক্ত আমার চরণ কমলের অমৃত আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। অতএব, ব্যক্তিগতভাবে সেই অমৃত আস্বাদন করে দেখা যাক।" এইভাবে ভগবান একটি শিশুর মতো খেলা করে তাঁর চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

তদ্দর্শনাদ্বীতপরিশ্রমো মুদা
প্রোৎফুল্লহৃৎপদ্মবিলোচনাম্বুজঃ ।
প্রহৃষ্টরোমাদ্ভুতভাবশঙ্কিতঃ
প্রষ্টুং পুরস্তং প্রসসার বালকম্ ॥ ২৬ ॥

তৎ-দর্শনাৎ—শিশুটিকে দর্শন করে; **বীত**—নির্মুক্ত হয়েছিল; **পরিশ্রমঃ**—পরিশ্রম; **মুদা**—আনন্দে; **প্রোৎফুল্ল**—প্রসারিত; **হৃৎ-পদ্ম**—তাঁর হৃদয়ের পদ্ম; **বিলোচন-**

অম্বুজঃ—তাঁর পদ্মলোচন; **প্রহৃষ্ট**—রোমাঞ্চিত; **রোমা**—লোমসমূহ; **অদ্ভুত-ভাব**—এই অদ্ভুতরূপের স্বরূপ সম্পর্কে; **শঙ্কিতঃ**—বিভ্রান্ত; **প্রষ্টুম্**—প্রশ্ন করতে; **পুরঃ**—সম্মুখে; **তম্**—তার; **প্রসসার**—তিনি সমাগত হয়েছিলেন; **বালকম্**—বালকটি।

অনুবাদ

ঋষি মার্কণ্ডেয় যখন সেই বালকটিকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর সমস্ত পরিশ্রম প্রশমিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁর আনন্দ এতই তীব্র ছিল যে তাঁর হৃদয়পদ্মের সঙ্গে পদ্মনেত্রও পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং তাঁর দেহের রোমরাজি রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সেই চমৎকার শিশুর স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে, সেই ঋষি তাঁর সমীপে সমাগত হলেন।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই শিশুটিকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর সম্মুখীন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

তাবচ্ছিশোর্বৈশ্বসিতেন ভার্গবঃ
সোঽন্তঃশরীরং মশকো যথাবিশৎ ।
তত্রাপ্যদো ন্যস্তমচষ্ট কৃৎস্নশো
যথা পুরামুহ্যদতীব বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

তাবৎ—সেই মুহূর্তে; **শিশোঃ**—শিশুটির; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শ্বসিতেন**—শ্বাসের সঙ্গে; **ভার্গবঃ**—ভৃগু বংশোদ্ভূত; **সঃ**—তিনি; **অন্তঃ-শরীরম্**—দেহের মধ্যে; **মশকঃ**—মশা; **যথা**—ঠিক যেমন; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **তত্র**—সেখানে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অদঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **ন্যস্তম্**—ন্যস্ত হয়েছিল; **অচষ্ট**—দেখেছিলেন; **কৃৎস্নশঃ**—সমগ্র; **যথা**—যেমন; **পুরা**—পূর্বে; **অমুহ্যৎ**—বিভ্রান্ত হয়েছিলেন; **অতীব**—অতীব; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

ঠিক সেই সময় শিশুটি প্রশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং একটি মশকের মতো ঋষি মার্কণ্ডেয়কে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করেছিল। সেখানে তিনি দেখলেন যে প্রলয়ের পূর্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ঠিক যেরকম ছিল, সেখানেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক সেইভাবেই বিন্যস্ত ছিল। তা দেখে ঋষি মার্কণ্ডেয় অতীব বিভ্রান্ত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮-২৯

খং রোদসী ভাগণানদ্রিসাগরান্
দ্বীপান্ সবর্ষান্ ককুভঃ সুরাসুরান্ ।
বনানি দেশান্ সরিতঃ পুরাকরান্
খেটান্ ব্রজানাশ্রমবর্ণবৃত্তয়ঃ ॥ ২৮ ॥
মহান্তি ভূতান্যথ ভৌতিকান্যসৌ
কালং চ নানাযুগকল্পকল্পনম্ ।
যৎ কিঞ্চিদন্যদ্ব্যবহারকারণং
দদর্শ বিশ্বং সদিবাবভাসিতম্ ॥ ২৯ ॥

খম্—আকাশ; **রোদসী**—স্বর্গ এবং পৃথিবী; **ভা-গণান্**—সমস্ত তারকা; **অদ্রি**—পর্বত সমূহ; **সাগরান্**—এবং সাগর; **দ্বীপান্**—মহান্ দ্বীপসমূহ; **স-বর্ষান্**—মহাদেশ সহ; **ককুভঃ**—দিকসমূহ; **সুর-অসুরান্**—ভক্ত এবং অসুরগণ; **বনানি**—বনসমূহ; **দেশান্**—দেশসমূহ; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **পুর**—নগর সমূহ; **আকরান্**—খনি সমূহ; **খেটান্**—কৃষিক্ষেত্র সমন্বিত গ্রাম সমূহ; **ব্রজান্**—গাভী বিচরণ ক্ষেত্র; **আশ্রম-বর্ণ**—সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তি; **মহান্তি-ভূতানি**—প্রকৃতির মৌলিক উপাদান সমূহ; **অথ**—এবং; **ভৌতিকানি**—তাদের স্থূল প্রকাশ; **অসৌ**—তিনি; **কালম্**—কাল; **চ**—এবং; **নানা-যুগ-কল্প**—ব্রহ্মার বিভিন্ন দিবস এবং কল্প; **কল্পনম্**—নিয়ন্তা; **যৎ-কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **অন্যৎ**—অন্য কেউ; **ব্যবহার-কারণম্**—জড় জগতে ব্যবহার্য বিষয় সমূহ; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **বিশ্বম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সৎ**—প্রকৃত; **ইব**—যেন; **অবভাসিতম্**—প্রকাশিত।

অনুবাদ

মার্কণ্ডেয় ঋষি সেখানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পেলেন—আকাশ, স্বর্গ এবং পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্বত, সমুদ্র, মহান দ্বীপসমূহ এবং মহাদেশসমূহ প্রতিটি দিঙ্মণ্ডল, সুর এবং অসুর, বনানী, দেশ, নদী, নগর এবং খনিসমূহ; কৃষিক্ষেত্রময় গ্রামসমূহ গাভী বিচরণক্ষেত্র এবং সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—সবই সেখানে উপস্থিত। তিনি সেখানে সমগ্র উৎপন্ন বস্তুসহ এদের মূল উপাদান সমূহকেও দেখতে পেলেন এবং স্বয়ং কাল, যা ব্রহ্মার দিবস সমূহে অগণিত বৎসরের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেও দেখতে পেলেন। এই সকলই তিনি তাঁর সম্মুখে প্রকৃত সত্য বস্তুর মতোই ব্যক্ত দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৩০

হিমালয়ং পুষ্পবহাং চ তাং নদীং
নিজাশ্রমং যত্র ঋষী অপশ্যত ।
বিশ্বং বিপশ্যন্ শ্বসিতাচ্ছিশোর্বৈ
বহির্নিরস্তো ন্যপতল্লয়াব্ধৌ ॥ ৩০ ॥

হিমালয়ম্—হিমালয় পর্বতশ্রেণী; **পুষ্পবহাম্**—পুষ্পভদ্রা; **চ**—এবং; **তাম্**—সেই; **নদীম্**—নদী; **নিজ-আশ্রমম্**—তাঁর নিজের আশ্রম; **যত্র**—যেখানে; **ঋষী**—নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়; **অপশ্যত**—তিনি দেখেছিলেন; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **বিপশ্যন্**—যখন দেখেছিলেন; **শ্বসিতাৎ**—শ্বাসের দ্বারা; **শিশোঃ**—শিশুটির; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বহিঃ**—বাইরে; **নিরস্তঃ**—বহিস্কৃত; **ন্যপতৎ**—তিনি পতিত হয়েছিলেন; **লয়-অব্ধৌ**—প্রলয় সমুদ্রে।

অনুবাদ

তিনি তাঁর সম্মুখে হিমালয় পর্বতমালা, পুষ্পভদ্রা নদী, এবং তাঁর নিজের আশ্রম, যেখানে তিনি নর-নারায়ণ ঋষির দর্শন লাভ করেছিলেন, সবই দেখতে পেলেন। তারপর মার্কণ্ডেয় যখন এভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করছিলেন, শিশুটি তখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং ঋষিকে তাঁর দেহ থেকে বহিষ্কার করে পুনরায় তাঁকে প্রলয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি প্ররূঢ়ং
বটং চ তৎপর্ণপুটে শয়ানম্ ।
তোকং চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন
নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গনিরীক্ষণেন ॥ ৩১ ॥
অথ তং বালকং বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ধিষ্ঠিতং হৃদি ।
অভ্যয়াদতিসংক্লিষ্টঃ পরিষ্বক্তুমধোক্ষজম্ ॥ ৩২ ॥

তস্মিন্—সেই জলে; **পৃথিব্যাঃ**—দেশের; **ককুদি**—উন্নত স্থানে; **প্ররূঢ়ম্**—বিকশিত; **বটম্**—বটবৃক্ষ; **চ**—এবং; **তৎ**—এর; **পর্ণ-পুটে**—পাতার স্বল্প গভীরতার মধ্যে; **শয়ানম্**—শায়িত; **তোকম্**—শিশুটি; **চ**—এবং; **তৎ**—নিজের জন্য; **প্রেম**—প্রেমের; **সুধা**—অমৃতের মতো; **স্মিতেন**—হাসির দ্বারা; **নিরীক্ষিতঃ**—নিরীক্ষিত হয়ে; **অপাঙ্গ**—তাঁর চোখের প্রান্তভাগে; **নিরীক্ষণেন**—দৃষ্টির দ্বারা; **অথ**—তারপর; **তম্**—

সেই; **বালকম্**—বালক; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **নেত্রাভ্যাম্**—তাঁর নেত্রের দ্বারা; **ধিষ্ঠিতম্**—স্থাপিত; **হৃদি**—তাঁর হৃদয়ে; **অভ্যয়াৎ**—সম্মুখে ধাবিত হয়েছিলেন; **অতি-সংক্লিষ্টঃ**—অতি উত্তেজিত হয়ে; **পরিষ্বক্তুম্**—আলিঙ্গন করতে; **অধোক্ষজম্**—অধোক্ষজ পরমেশ্বরকে।

অনুবাদ

সেই মহাসমুদ্রে তিনি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে বটবৃক্ষটিকে বিকশিত হতে দেখলেন এবং সেই শিশুটিকে পাতার মধ্যে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। শিশুটি তাঁর প্রেমামৃত সিঞ্চিত স্মিত হাস্যে চোখের প্রান্তভাগে ঋষির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁর অক্ষিপথে শিশুটিকে হৃদয়ে ধারণ করলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঋষিবর সেই দিব্য পরমেশ্বর ভগবানকে আলিঙ্গন করতে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগাধীশো গুহাশয়ঃ ।
অন্তর্দধ ঋষেঃ সদ্যো যথেহানীশনির্মিতা ॥ ৩৩ ॥

তাবৎ—ঠিক সেই সময়; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **যোগ-অধীশঃ**—পরম যোগেশ্বর; **গুহাশয়ঃ**—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে গুপ্ত আছেন; **অন্তর্দধে**—অন্তর্নিহিত হলেন; **ঋষেঃ**—সেই ঋষির সম্মুখে; **সদ্যঃ**—অকস্মাৎ; **যথা**—ঠিক যেভাবে; **ঈহা**—প্রচেষ্টা; **অনীশ**—অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা; **নির্মিতা**—নির্মিত।

অনুবাদ

সেই মুহূর্তে, পরম যোগেশ্বর, প্রতিটি জীবের হৃদয় গুহায় গুপ্ত পরমেশ্বর ভগবান সেই ঋষির কাছে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, ঠিক যেমন অযোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্পদ অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৪

তমন্বথ বটো ব্রহ্মন্ সলিলং লোকসংপ্লবঃ ।
তিরোধায়ি ক্ষণাদস্য স্বাশ্রমে পূর্ববৎ স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাঁকে; **অনু**—অনুসরণ করে; **অথ**—তারপর; **বটঃ**—বটবৃক্ষ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ শৌনক; **সলিলম্**—জল; **লোক-সংপ্লবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়; **তিরোধায়ি**—তিরোহিত হল; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অস্য**—তাঁর সমুখে; **স্ব-আশ্রমে**—তাঁর নিজের আশ্রমে; **পূর্ব-বৎ**—পূর্বের মতো; **স্থিতঃ**—তিনি অবস্থিত ছিলেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ভগবান অন্তর্হিত হওয়ার পর, সেই বটবৃক্ষ, মহান জলরাশি এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সকলই অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং মুহূর্তকালের মধ্যে ঋষি মার্কণ্ডেয় নিজেকে পূর্ববৎ তাঁর স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত দেখতে পেলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন' নামক নবম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।